প্রথম আলো

তারিখ 18 JAN 2006
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

ব্যক্তি উদ্যোগে স্কুল

এ দৃষ্টান্ত হোক অনুসরণীয়

শ্রমজীবী ও বঞ্চিত শিশুদের জন্য পাবনায় ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে তোলা হয়েছে একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অভাবী পরিবারের যেসব শিশু স্কুলে যেতে পারে না, যেসব শিশু বেঁচে থাকার প্রয়োজনে অন্যের বাড়িতে কাজ করে, তাদের জন্য গড়ে তোলা এ স্কুলটির নাম মকবুল হোসেন বিশ্বাস শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র। এমন একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য এর উদ্যোক্তা মাহবুবুল হক অবশ্যই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য।

সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা তুলনামূলক সহজ। একসময় বিত্তবানদের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রবণতা ছিল। কিন্তু বর্তমানে ব্যক্তি উদ্যোগে এ ধরনের নজির খুব বেশি নেই। সেদিক থেকে মাহবুবুল হক ব্যতিক্রমী। তিনি নিজ জায়গায় ভবন নির্মাণ করে শিক্ষক রেখে ২০০৩ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি চালু করেছেন। আর্থিক কারণে গত বছর স্কুলটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ বছর আবার চালু করা হয়েছে। পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করে জমি কিনে স্কুলের ক্যাম্পাস তৈরি করা হয়েছে। স্কুল এলাকায় পুকুর ও বাগান করা হয়েছে। পুকুরের মাছ ও বাগানের ফল বিক্রি করে স্কুলের খরচ মেটানো হবে। আমরা এ মহৎ উদ্যোগের সাফল্য প্রত্যাশা করছি।

দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণে সরকারি উদ্যোগ থাকলেও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুদের একটি বড় অংশ পরবর্তী পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার আগেই ঝরে পড়ে। এর অন্যতম কারণ দারিদ্র্য। গরিব পিতা-মাতাকে সাহায্যের জন্য শিশুসন্তানকেও বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হতে হয়। ফলে তার পক্ষে আর স্কুলে যাওয়া সম্ভব হয় না। এটি শিক্ষা সম্প্রসারণের পথে একটি বড় বাধা। অভাবী, বঞ্চিত ও শ্রমজীবী শিশুদের জন্য বিশেষ স্কুল থাকলে ঝরে পড়া শিশুরা শিক্ষার একটি সুযোগ পেতে পারে। পাবনার মাহবুবুল হকের উদ্যোগ অনুসরণ করে সামর্থ্যবান আরো অনেকেই এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে পারেন। মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই এ উদ্যোগ নিতে হবে। মানুষ যত বেশি এ কাজে এগিয়ে আসবে, দেশ থেকে অশিক্ষার অন্ধকার তত দ্রুত দূর হবে।